বণিক বার্তা
27 APR 2026

এনবিআরের প্রাক-বাজেট আলোচনায় শিল্প মালিকরা

পোশাক শিল্পে করছাড় ও প্রণোদনা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান সংকট মোকাবেলা এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে উৎসে কর হ্রাস ও নগদ সহায়তার ওপর কর অব্যাহতির দাবি জানিয়েছে দেশের পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠনগুলো। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রাজস্ব ভবনে গতকাল এক প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় এসব দাবি তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে রফতানি খাতে দেয়া প্রণোদনার ওপর কর আরোপের বিরোধিতা করে কর কাঠামো সংস্কারের প্রস্তাবও উত্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) নগদ সহায়তার ওপর আরোপিত ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি রফতানি আয়ের ওপর উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ এবং তা পাঁচ বছর কার্যকর রাখার প্রস্তাব করেছে সংগঠনটি।

সভায় বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'গত তিন বছরে প্রায় ৪০০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক কারখানা আর্থিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এ অবস্থায় পোশাক শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে আগামী বাজেটে নীতিসহায়তা জরুরি।'

সভায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) রফতানি আয়ের ওপর উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক ৫ শতাংশ নির্ধারণ এবং রফতানি ভর্তুকির ওপর আরোপিত ১০ শতাংশ অগ্রিম আয়কর বাতিলের আহ্বান জানিয়েছে। এ সময় সংগঠনের সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'প্রণোদনার ওপর কর আরোপ শিল্পের জন্য নেতিবাচক বার্তা দেয়। রফতানি আয়ের ওপর কর বহাল থাকায় অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে।'

এর জবাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেন, 'আমরা এবার করপোরেট রিটার্নও অনলাইন করেছি। অনলাইনে এগুলো সব অ্যালাউড।'

সভায় বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) আগামী পাঁচ বছরের জন্য রফতানির বিপরীতে উৎসে কর দশমিক

খুচরা বাজারে প্যাকেটজাত পণ্যে পর্যায়ক্রমে কিউআর কোড চালু করা হবে

মো. আবদুর রহমান খান
চেয়ারম্যান, এনবিআর

ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ একক করহার নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছে।

এদিকে কর আহরণ বাড়ানো ও ভ্যাট ফাঁকি রোধে ডিজিটাল নজরদারি জোরদারকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে এনবিআর। এ প্রসঙ্গে সংস্থাটির চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, 'খুচরা বাজারে প্যাকেটজাত পণ্যে পর্যায়ক্রমে কিউআর কোড চালু করা হবে। প্রাথমিকভাবে তামাকজাত পণ্যে এ ব্যবস্থা চালু করে; পরে সাবান, শ্যাম্পু, বোতলজাত পানি ও পানীয়সহ অন্যান্য পণ্যে তা সম্প্রসারণ করা হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'কিউআর কোড স্ক্যানের মাধ্যমে ভোক্তারা যাচাই করতে পারবেন কোনো পণ্য কর পরিশোধ করে বাজারে এসেছে কিনা। এতে ভ্যাট ফাঁকি কমবে এবং নজরদারি জোরদার হবে।'

সভায় এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, ই-টিআইএন ও ই-রিটার্ন ডেটাবেজ ব্যবহার করে রিটার্ন না দেয়া করদাতাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করা হবে। এরপর তাদের নোটিস পাঠানো এবং প্রয়োজন হলে অডিটের আওতায় আনা হবে।

তিনি আরো বলেন, 'অডিট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে ম্যানুয়াল নির্বাচন পদ্ধতি বন্ধ করে রিস্কভিত্তিক অটোমেটেড অডিট চালু করা হয়েছে। এতে প্রথম ধাপে প্রায় ১৫ হাজার এবং দ্বিতীয় ধাপে ৬০ হাজারের বেশি করদাতাকে এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের পরিকল্পনা রয়েছে।'

এনবিআর চেয়ারম্যান আরো জানান, কর ফাঁকি প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে 'হুইসেল ব্লোয়ার' সুবিধা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। কিউআর কোড স্ক্যান করে কেউ অনিয়মের তথ্য দিলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং ফাঁকিদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রাক-বাজেট আলোচনায় আরো অংশ নেয় বাংলাদেশ গার্মেন্ট বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এবং

পোশাক শিল্পে করছাড় ও প্রণোদনা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান সংকট মোকাবেলা এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে উৎসে কর হ্রাস ও নগদ সহায়তার ওপর কর অব্যাহতির দাবি জানিয়েছে দেশের পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠনগুলো। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রাজস্ব ভবনে গতকাল এক প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় এসব দাবি তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে রফতানি খাতে দেয়া প্রণোদনার ওপর কর আরোপের বিরোধিতা করে কর কাঠামো সংস্কারের প্রস্তাবও উত্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) নগদ সহায়তার ওপর আরোপিত ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি রফতানি আয়ের ওপর উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ এবং তা পাঁচ বছর কার্যকর রাখার প্রস্তাব করেছে সংগঠনটি।

সভায় বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'গত তিন বছরে প্রায় ৪০০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক কারখানা আর্থিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এ অবস্থায় পোশাক শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে আগামী বাজেটে নীতিসহায়তা জরুরি।'

সভায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) রফতানি আয়ের ওপর উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক ৫ শতাংশ নির্ধারণ এবং রফতানি ভর্তুকির ওপর আরোপিত ১০ শতাংশ অগ্রিম আয়কর বাতিলের আহ্বান জানিয়েছে। এ সময় সংগঠনের সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'প্রণোদনার ওপর কর আরোপ শিল্পের জন্য নেতিবাচক বার্তা দেয়। রফতানি আয়ের ওপর কর বহাল থাকায় অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে।'

এর জবাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেন, 'আমরা এবার করপোরেট রিটার্নও অনলাইন করেছি। অনলাইনে এগুলো সব অ্যালাউড।'

সভায় বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) আগামী পাঁচ বছরের জন্য রফতানির বিপরীতে উৎসে কর দশমিক ৫ শতাংশে স্থির রাখার দাবি জানিয়েছে। সংগঠনটি নগদ সহায়তার ওপর বর্তমান ১০ শতাংশ কর প্রত্যাহার এবং নির্দিষ্ট কিছু আয়ের ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ একক করহার নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছে।

খুচরা বাজারে প্যাকেটজাত পণ্যে পর্যায়ক্রমে কিউআর কোড চালু করা হবে

মো. আবদুর রহমান খান
চেয়ারম্যান, এনবিআর

এদিকে কর আহরণ বাড়ানো ও ভ্যাট ফাঁকি রোধে ডিজিটাল নজরদারি জোরদারকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে এনবিআর। এ প্রসঙ্গে সংস্থাটির চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, 'খুচরা বাজারে প্যাকেটজাত পণ্যে পর্যায়ক্রমে কিউআর কোড চালু করা হবে। প্রাথমিকভাবে তামাকজাত পণ্যে এ ব্যবস্থা চালু করে; পরে সাবান, শ্যাম্পু, বোতলজাত পানি ও পানীয়সহ অন্যান্য পণ্যে তা সম্প্রসারণ করা হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'কিউআর কোড স্ক্যানের মাধ্যমে ভোক্তারা যাচাই করতে পারবেন কোনো পণ্য কর পরিশোধ করে বাজারে এসেছে কিনা। এতে ভ্যাট ফাঁকি কমবে এবং নজরদারি জোরদার হবে।'

সভায় এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, ই-টিআইএন ও ই-রিটার্ন ডেটাবেজ ব্যবহার করে রিটার্ন না দেয়া করদাতাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করা হবে। এরপর তাদের নোটিস পাঠানো এবং প্রয়োজন হলে অডিটের আওতায় আনা হবে।

তিনি আরো বলেন, 'অডিট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে ম্যানুয়াল নির্বাচন পদ্ধতি বন্ধ করে রিস্কভিত্তিক অটোমেটেড অডিট চালু করা হয়েছে। এতে প্রথম ধাপে প্রায় ১৫ হাজার এবং দ্বিতীয় ধাপে ৬০ হাজারের বেশি করদাতাকে এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের পরিকল্পনা রয়েছে।'

এনবিআর চেয়ারম্যান আরো জানান, কর ফাঁকি প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে 'হুইসেল ব্লোয়ার' সুবিধা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। কিউআর কোড স্ক্যান করে কেউ অনিয়মের তথ্য দিলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং ফাঁকিদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রাক-বাজেট আলোচনায় আরো অংশ নেয় বাংলাদেশ গার্মেন্ট বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এবং বাংলাদেশ টেরি টাওয়েল অ্যান্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিটিএলএমইএ) প্রতিনিধিরা।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল

27 APR 2026

তিন বছরে ৪০০ পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

বৈশ্বিক মন্দা, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, অভ্যন্তরীণ ব্যয় বৃদ্ধিসহ নানা কারণে গত তিন বছরে প্রায় ৪০০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে; আরও বহু কারখানা আর্থিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। দেশের পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট প্রস্তাবে এই উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) আয়োজিত প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় বাজেট প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করেন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ও বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। এ সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান ও অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় দুই সংগঠনই জানিয়েছে, পোশাক শিল্প বর্তমানে নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাজেট প্রস্তাবে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় পোশাক রপ্তানি আয় ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমেছে।

কারখানা বন্ধ হওয়া এবং শিল্পের এই স্থবিরতার পেছনে কিছু কারণ উল্লেখ করেছে বিজিএমইএ। সংগঠনটি বলেছে, গত সাত মাসে বস্ত্র ও পোশাক খাতে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি যথাক্রমে ৩৭ দশমিক ৮৭ ও ১২ দশমিক ৪৪ শতাংশ কমেছে। ঋণের সুদের হার ১২ থেকে ১৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এ ছাড়া গত কয়েক বছরে গ্যাসের দাম ২৮৬ ও বিদ্যুতের দাম ৩৩ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৪ সালে ন্যূনতম মজুরি ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বার্ষিক ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট কার্যকর হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ট্যারিফ ৪১ শতাংশ বেড়েছে। অথচ ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ধাপে ধাপে রপ্তানি প্রণোদনা প্রায় ৬০ শতাংশ কমানো হয়, যা রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

প্রাক-বাজেট আলোচনায় বিজিএমইএ-বিকেএমইএ

- নগদ সহায়তার ওপর ১০% আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতির প্রস্তাব

এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলার পরিমাণ ৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ কমেছে। বিশ্ববাজারে বিশেষ করে ইউরোপে চীনা পণ্যের আগ্রাসী মূল্যহ্রাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশি পোশাকের গড় ইউনিট মূল্য ১ দশমিক ৭৬ শতাংশ কমেছে।

বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, সংকটময় এ পরিস্থিতিতে ব্যবসায়িক ব্যয় কমানো এবং নীতিমালার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা না গেলে শিল্পের সক্ষমতা টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের কাছ থেকে প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের ওপর ১ শতাংশ উৎসে কর কর্তন হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সাব-কন্ট্রাক্টের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন হলে তা দ্বৈত করের আওতায় পড়বে। এর থেকে অব্যাহতি চান তিনি।

বিজিএমইএর মতো একই ধরনের সংকটের চিত্র তুলে ধরেন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। তিনি বলেন, চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত গত বছরের একই সময়ের তুলনায় নিট পোশাক রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ৪২ শতাংশ। গত বছর টানা রপ্তানি কমছে। অন্যদিকে উৎপাদন খরচ ও করের বোঝা বাড়ছে। এতে কারখানাগুলো রুগ্‌ণ হয়ে পড়ছে।

তিনি বলেন, রপ্তানি আয়ের পাশাপাশি নতুন ক্রয়াদেশ কমে গেছে। এ খাতে নতুন বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। এর মধ্যে এআইটি হিসেবে কর কেটে নিলেও পরে তার সমন্বয় হচ্ছে না। বিনিয়োগ পরিবেশের ঘাটতি থাকায় এ খাতে স্থবিরতা নেমে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে উৎসে কর আগামী পাঁচ বছরের জন্য শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ করা দরকার। এ ছাড়া সাব-কন্ট্রাক্ট আয় ও অগ্রহণযোগ্য খরচের ওপর ৩০ এর পরিবর্তে ১২ শতাংশ করপোরেট কর নির্ধারণের প্রস্তাব দেন তিনি।

রপ্তানি আয়ের ওপর নগদ সহায়তার বিপরীতে ৫ শতাংশ কর প্রত্যাহার এবং বস্ত্র খাতের বিভিন্ন আইনি ও পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। সংগঠনের সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, তন্তু থেকে উৎপাদিত সুতা বিক্রির ওপর বর্তমানে বিদ্যমান বিভিন্ন হারের ভ্যাট কমিয়ে কেজিপ্রতি ৪ টাকা সুনির্দিষ্ট কর নির্ধারণ ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ম্যান-মেড ফাইবারের কাপড়ের ওপর ভ্যাট ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা দরকার।

সভায় টেরিটাওয়েল উৎপাদন ও রপ্তাকিারক সংগঠনের সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন এনবিআরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে ধরে বলেন, ঘুষ নেওয়া বন্ধ হলে সরকারকে সব ধরনের শুল্ক-কর দেবেন ব্যবসায়ীরা।

সভায় বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) বিভিন্ন অঞ্চলের নীতিতে বিভিন্ন ধরনের অসংগতি আছে বলে মন্তব্য করেন সংস্থাটির নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। তিনি বলেন, বেজা, বেপজা ও হাই-টেক পার্কগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। অপটিক্যাল ফাইবার, ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল (ইভি) ও বিজনেস প্রসেসিংয়ের মতো উদীয়মান খাতগুলো নিয়ে আলোচনা চলছে। এ ছাড়া ফ্রি ট্রেড জোনকেও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে।

The Financial Express

27 APR 2026

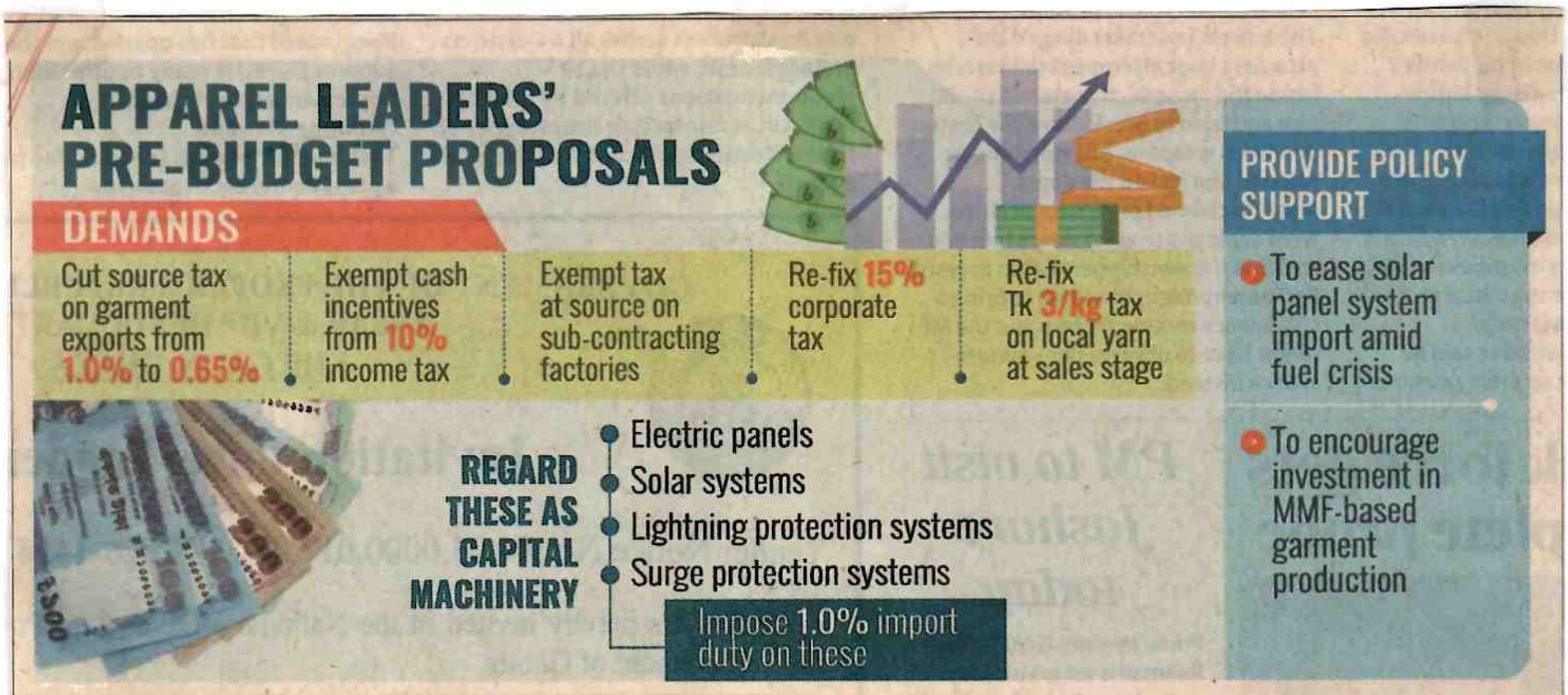

Apparel leaders demand policy perks for MMF, solar panels

FE REPORT

Apparel and associated industries have put forward a slew of pre-budget proposals to the government, including reducing source tax on exports and withdrawing tax on cash incentives and policy perks for solar panels and MMF garments.

Leaders of textile, garment, and their allied industries also seek necessary policy perks to ease the import of solar-panel systems amid the ongoing fuel crisis and encourage investment in manmade fibre (MMF)-based garment manufacturing.

The export-sector leaders tabled the proposals at a pre-budget meeting with National Board of Revenue (NBR) Chairman Abdur Rahman Khan at the latter's Agargaon office in the capital on Sunday.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) in its written proposals said nearly 400 garment factories had been shut down over the last three years, with many others remaining financially vulnerable.

The association attributes two structural factors to the current slowdown in the industry-rising cost of doing business and a lack of a business-friendly environment.

Policy uncertainty, institutional complexities and infrastructural bottlenecks, alongside rising financing and logistics costs, are affecting the sector, it says.

Speaking there, BGMEA President Mahmud Hasan Khan demanded lowering the source tax on garment exports from 1.0 per cent to 0.65 per cent and exempting cash incentives from the 10-percent income tax.

Explaining the role of sub-contracting factories, he demands waiver of tax at source on such units, saying that they faced "double taxation".

Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)

| SEE PAGE 7 COL 1

UNITED FINANCE | Your Financial Growth Partner | 16354

Apparel leaders demand policy perks

| FROM PAGE 1 COL 6

President Showkat Aziz Russell demands re-fixing the 15-percent corporate tax and Tk 3.0-per-kg tax on local yarn at the sales stage. The global demand is for MMF-based products, while Bangladesh's garment industry is largely based on cotton, he points out, seeking support to encourage investment in this segment.

He says electric panels, solar systems, photovoltaic cells

Mohammad Hatem stresses addressing the difficulties facing factories in importing solar systems.

"Stop bribery and corruption at the income tax and customs wings. We will not demand tax and VAT reduction," Shahadat Hossain Sohel, chairman of Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association, told the government's revenue authority.

tobacco products and gradually implement it for other packaged goods, such as soap, shampoo, bottled water, and sugary items.

He also talks about rewarding individuals who provide information about tax evasion or misconduct and imposing penalties or fines on those evading taxes.

Leaders from Bangladesh Garment Buying House Association, Bangladesh

Apparel leaders demand policy perks for MMF, solar panels

FE REPORT

Apparel and associated industries have put forward a slew of pre-budget proposals to the government, including reducing source tax on exports and withdrawing tax on cash incentives and policy perks for solar panels and MMF garments.

Leaders of textile, garment, and their allied industries also seek necessary policy perks to ease the import of solar-panel systems amid the ongoing fuel crisis and encourage investment in manmade fibre (MMF)-based garment manufacturing.

The export-sector leaders tabled the proposals at a pre-budget meeting with National Board of Revenue (NBR) Chairman Abdur Rahman Khan at the latter's Agargaon office in the capital on Sunday.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) in its written proposals said nearly 400 garment factories had been shut down over the last three years, with many others remaining financially vulnerable.

The association attributes two structural factors to the current slowdown in the industry-rising cost of doing business and a lack of a business-friendly environment.

Policy uncertainty, institutional complexities and infrastructural bottlenecks, alongside rising financing and logistics costs, are affecting the sector, it says.

Speaking there, BGMEA President Mahmud Hasan Khan demanded lowering the source tax on garment exports from 1.0 per cent to 0.65 per cent and exempting cash incentives from the 10-percent income tax.

Explaining the role of sub-contracting factories, he demands waiver of tax at source on such units, saying that they faced "double taxation".

Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)

| SEE PAGE 7 COL 1

UNITED FINANCE Your Financial Growth Partner 16354

Apparel leaders demand policy perks

| FROM PAGE 1 COL 6

President Showkat Aziz Russell demands re-fixing the 15-percent corporate tax and Tk 3.0-per-kg tax on local yarn at the sales stage. The global demand is for MMF-based products, while Bangladesh's garment industry is largely based on cotton, he points out, seeking support to encourage investment in this segment.

He says electric panels, solar systems, photovoltaic cells assembled in modules or made up into panels, and lightning protection systems, and surge protection systems should be considered capital machinery, demanding 1.0-percent import duty on such capital goods.

To reduce the cost and tackle the global energy crisis, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem stresses addressing the difficulties facing factories in importing solar systems.

"Stop bribery and corruption at the income tax and customs wings. We will not demand tax and VAT reduction," Shahadat Hossain Sohel, chairman of Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association, told the government's revenue authority.

"Rather, we will pay whatever the rate you ask for."

The NBR chairman told the industry leaders that the revenue board was planning to introduce a QR-code system on packaged products sold on the market to curb value-added tax (VAT) evasion and improve overall tax compliance.

At the initial stage, he says, they have planned to start with tobacco products and gradually implement it for other packaged goods, such as soap, shampoo, bottled water, and sugary items.

He also talks about rewarding individuals who provide information about tax evasion or misconduct and imposing penalties or fines on those evading taxes.

Leaders from Bangladesh Garment Buying House Association, Bangladesh Garment Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh Economic Zones Authority, Bangladesh Investment Development Authority, and Bangladesh Export Processing Zones Authority also presented their respective proposals at the meeting.

Munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ঢাকা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
27 APR 2026

RMG exporters demand lower source tax

STAR BUSINESS REPORT

Garment exporters yesterday urged the government to cut the source tax from 1 percent to between 0.5 and 0.65 percent, citing ongoing difficulties caused by domestic challenges and external pressures.

They also proposed keeping the reduced rate in place for the next five years.

In addition, they called for exemption from the 10 percent income tax on export incentive receipts, saying that export incentives have already been reduced as part of preparations for Bangladesh's graduation from the least developed countries (LDC) group.

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) made these proposals in their budget recommendations for fiscal year 2026-27 (FY27), which were submitted to the National Board of Revenue (NBR) yesterday.

Both associations proposed setting the corporate tax rate for subcontracting factories at 12 percent instead of the current 25 to 30 percent, arguing that it should be aligned with existing policies where green factories pay 10 percent and non-green factories pay 12 percent.

They also said subcontracting factories, which place work orders with other factories, currently pay a 5 percent source tax on contract payments and demanded that it be reduced to 1 percent in the upcoming budget.

In addition, they proposed fixing the bond licence fee at Tk10,000 for three years, along with relaxed rules for sub-contracting and bond licence locking.

They also recommended exempting VAT and import duties on the import of man-made fibre and non-cotton yarn, saying this is necessary to expand production using man-made fibres and increase global market share.

Globally, around 75 percent of garments are made from man-made fibres, while in Bangladesh, over 70 percent of exports are cotton-based and only READ MORE ON B3

RMG exporters demand

FROM PAGE B1

around 30 percent come from man-made fibres, meaning the country is missing significant opportunities.

They added that while cotton imports are already duty-free, similar tariff-free access should be extended to man-made fibre and yarn to stay competitive.

RMG UNDER PRESSURE AS EXPORTS FALL, COSTS RISE

The BGMEA, in its proposal, said the garment sector is facing an unprecedented set of challenges both at home and abroad, including global recession, geopolitical instability and tariff wars that have slowed export growth.

Internal issues such as rising costs of doing business, weak ease of doing business, and structural weaknesses are also affecting competitiveness.

Recent export data shows garment exports fell by 3.73 percent in July-

that back-to-back letters of credit (LC) openings for raw material imports fell by 6.79 percent in dollar terms during July-January of FY26.

Lower export orders, combined with reciprocal US tariffs and higher Chinese exports to Europe at competitive prices, have reduced export prices, with the average unit price of garments falling by 1.76 percent in July-February of FY26.

In the first seven months of FY26, imports of capital machinery dropped by 37.87 percent in the textile sector and 12.44 percent in the garment sector, continuing a negative trend from the previous fiscal year.

This reflects declining capacity and a weak investment climate, raising concerns about the sector's future.

The data shows that the country's main export-earning sector, the RMG industry, is going through a critical period, with around 400 garment

demand lower source tax

STAR BUSINESS REPORT

Garment exporters yesterday urged the government to cut the source tax from 1 percent to between 0.5 and 0.65 percent, citing ongoing difficulties caused by domestic challenges and external pressures.

They also proposed keeping the reduced rate in place for the next five years.

In addition, they called for exemption from the 10 percent income tax on export incentive receipts, saying that export incentives have already been reduced as part of preparations for Bangladesh's graduation from the least developed countries (LDC) group.

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) made these proposals in their budget recommendations for fiscal year 2026-27 (FY27), which were submitted to the National Board of Revenue (NBR) yesterday.

Both associations proposed setting the corporate tax rate for subcontracting factories at 12 percent instead of the current 25 to 30 percent, arguing that it should be aligned with existing policies where green factories pay 10 percent and non-green factories pay 12 percent.

They also said subcontracting factories, which place work orders with other factories, currently pay a 5 percent source tax on contract payments and demanded that it be reduced to 1 percent in the upcoming budget.

In addition, they proposed fixing the bond licence fee at Tk10,000 for three years, along with relaxed rules for sub-contracting and bond licence locking.

They also recommended exempting VAT and import duties on the import of man-made fibre and non-cotton yarn, saying this is necessary to expand production using man-made fibres and increase global market share.

Globally, around 75 percent of garments are made from man-made fibres, while in Bangladesh, over 70 percent of exports are cotton-based and only READ MORE ON B3

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

RMG exporters demand

FROM PAGE B1

around 30 percent come from man-made fibres, meaning the country is missing significant opportunities.

They added that while cotton imports are already duty-free, similar tariff-free access should be extended to man-made fibre and yarn to stay competitive.

RMG UNDER PRESSURE AS EXPORTS FALL, COSTS RISE

The BGMEA, in its proposal, said the garment sector is facing an unprecedented set of challenges both at home and abroad, including global recession, geopolitical instability and tariff wars that have slowed export growth.

Internal issues such as rising costs of doing business, weak ease of doing business, and structural weaknesses are also affecting competitiveness.

Recent export data shows garment exports fell by 3.73 percent in July-February of FY26 compared to the same period of the previous fiscal year, with earnings continuously declining since August 2025.

As a result, factories are operating below full capacity, increasing fixed costs and overall production expenses.

New work orders have also slowed, with Bangladesh Bank data showing that back-to-back letters of credit (LC) openings for raw material imports fell by 6.79 percent in dollar terms during July-January of FY26.

Lower export orders, combined with reciprocal US tariffs and higher Chinese exports to Europe at competitive prices, have reduced export prices, with the average unit price of garments falling by 1.76 percent in July-February of FY26.

In the first seven months of FY26, imports of capital machinery dropped by 37.87 percent in the textile sector and 12.44 percent in the garment sector, continuing a negative trend from the previous fiscal year.

This reflects declining capacity and a weak investment climate, raising concerns about the sector's future.

The data shows that the country's main export-earning sector, the RMG industry, is going through a critical period, with around 400 garment factories closing over the past three years while many others remain financially weak.

At present, lending interest rates have risen to 12 to 15 percent, while energy costs have increased sharply amid ongoing shortages. Gas prices rose by 286 percent between 2017 and 2023, and electricity tariffs increased by 33 percent over the past five years.